হান্‌স

অঞ্জন রায়

নেই নেই করেও জীবনের অনেকগুলি বছর পেরিয়ে এসেছি। তাই এখন মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণ করতে ভালোলাগে। ভালোলাগে পুরানো দিনের কথা ভাবতে, পুরানো দিনের ছবি দেখতে, পুরানো লেখা পড়তে। বিশেষ করে শীতের শিকাগোয়, যখন চারদিক পুরু বরফের চাদরে ঢেকে থাকে, মেঘলা আকাশ থেকে ঝিরি ঝিরি পড়ে পেঁজা তুলোর মত নরম নরম বরফ, অবিরত। তেনি একটি উইকএন্ডে পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই হাতে এসে গেল হান্‌স - এর লেকা চিঠিটি। লিখেছিল অস্ট্রিয়ান যুবক হান্‌স টোএগেল। ১৯৮১ সালে ২৬শে অক্টোবর, হিাচল প্রদেশের সুন্দরী শহর মান্ডির কাছে রেওলসর নামের একটি জায়গা থেকে চিঠিটি লিখেছিল সে। আমি নিজে কখনও রেওলসর যাইনি। তবে বিয়াল নদীর তীরে (বাংলায় যে নদীর নাম আমরা দিয়েছি বিপাশা), চারদিক পাহাড়ঘেরা ছবির মত সুন্দর মান্ডি শহরের ওপর দিয়ে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। সিমলা কিংবা মানালী যেতে মান্ডির ওপর দিয়ে যেতে হয়। মান্ডি হল ওই পথের প্রধান বাস স্টেশন। হিন্দিতে ওরা বলে 'বস - আড্ডা'। মান্ডিতে প্রচুর হিন্দু মন্দির আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং শিখ- সকল সম্প্রদায়ের কাছেই মান্ডি একটি পবিত্র শহর। মান্ডি এখন একটি জেলাও। মনে আছে, একবার মানালী থেকে বাসে করে ফিরছিলাম মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স শেষ করে। সঙ্গী কয়েকটি বাঙালী ছেলে। ধ্বস নামায় রাস্তায় আটকে গিয়ে অনেক রাত করে আমরা মান্ডি পৌঁছেছিলাম। বাস স্ট্যান্ড-এ গিজগিজ করছিল লোক। শুনলাম পাঠানকোটের শে, বাসটি বিকালের আগেই মান্ডি ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের মান্ডিতে পৌঁছনোর কথা ছিল দুপুরে। অথচ তখন রাত প্রায় ন'টা। পাহাড়ে রাতে বাস চলে না। পাঠানকোট থেকেই আমাদের হাওড়ার ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল পাঠানকোট এক্সপ্রেস-এ। মান্ডি বাস স্ট্যান্ডের কাছেই দেখলাম একটা হোটেল। ভাবলাম ওখানেই রাতটা কাটিয়ে সকালে আবার বাস ধরব। কিন্তু হোটেলে তখন 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী'র মত অবস্থা। আরো কয়েকটি হোটেলে ঘুরে কোথাও জায়গা পেলাম না। সবে মাউন্টেনিয়ারিং তথা সার্ভাইভ্যাল কোর্স করে ফিরছি। যে কোন জায়গায় শুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সঙ্গের রাক স্যাকে এয়ার ম্যাট্রেস, স্লিপিং ব্যাগ সবই আছে। বাস স্ট্যান্ডের নীচেই ছিল একিট পার্ক আর তার মাঝে একটি ব্যান্ড স্ট্যান্ড। মাথার ওপর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধা হল না যে ঘোড়ার মল -এ জায়গাটি সমাচ্ছন্ন। ভাগ্যিস সেগুলো শুকনো ছিল! পায়ের জুতো দিয়ে ঘষে ঘষে যতটা সম্ভব শোয়ার জমিটিকে পরিষ্কার করে এয়ার ম্যাট্রেস পেতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে পড়ে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিলাম চারদিকে পাহাড় ঘেরা অসাধারণ সুন্দর ওই নির্জন পাহাড়ী পরিবেশে। যাই হোক, ঋষি মান্ডভ-এর নামে নাম ছিল মান্ডব নগরের। সেই মান্ডভ থেকেই নাকি মান্ডি। মান্ডিতে এক রাজাও ছিল। মান্ডির কাছে রেওলস -এ বৌদ্ধ ভিক্ষু পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, যা প্রসারি হয়েলি তিব্বত পর্যন্ত। এখনও তাই তিব্বতীদের কাছে রেওলসর একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

যাই হোক, হান্‌স - এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল দিল্লীতে। জুন মাসের দিল্লী। অসহ্য গরম। তবে হিউমিডিটি কম বলে কলকাতার মত প্যাচ প্যাচে ঘাম হয় না। তাই বাঁচোয়া। তবুও সকালে চান করে ভাবলাম যাই, ছাদে একটু ঘুরে আসি। আমি উঠেছিলাম দিল্লীর চাণক্যপুরীতে, ৫নম্বর ন্যায় মার্গের ইয়ুথ হস্টেল -এ দিল্লীতে গেলে ওখানেই সাধারণত আমি থাকতাম। যেহেতু আমি ইয়ুথ হস্টেলস্ এ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার লাইফ মেম্বার ছিলাম সেই সুবাদে দোতলায় লীডার্স রুমে আমি ঠাঁই পেতাম। পাঁচতারা হোটেলের মত বিলাসবহুল না হলেও শান্ত - নির্জন ওই লীডার্স রুমে থাকতে আমার ভালোই লাগত।

ছাদে উঠে দেখি দরজার এক পাশে, নিরিবিলিতে, মাটিতে একটা ম্যাট্রেস পেতে, ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে সেই হান্‌স। পাশে ছোট্ট সুন্দর একটা পোর্টেবল স্টোভে তৈরি হচ্ছে হারবাল - টি। গতকাল গভীর রাতে পরিচয় হয়েচিল ওর সঙ্গে। ক্যাফেটারিয়ায় ওয়াটার ফাউন্টেন থেকে টান্ডা জল খেতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে, রোগা প্যাংলা উদোম শরীরে, শুধু মাত্র একটি আন্ডারওয়্যার পরে, ওখানে হাজির হয়েছিল ছেলেটি। বলেছিল যে একটু আগে বারাণসী থেকে ট্রেনে করে দিল্লী পৌঁছেছে। বলেছিল ভীড়, গরম, লেট, সব মিলিয়ে ভারতের রেল যাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল, এক কথায়, 'আনবিলিভেব্‌ল'! আমাকে অবাক করে চান করার জন্য আমার গায়ে মাখার সাবানটা চেয়ে নিয়েছিল সে। হান্‌স ভিয়েনা ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ-ডি করছিল। বিষয়: 'জেন বুদ্ধিজ্‌ম্'। সেই সূত্রেই ভারতে আসা। সেই সূত্রেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। ওর গন্তব্যস্থল হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার রেওয়ালসর-এ। ওনে এক গুম্ফায়, তিব্বতী লামা ওয়াংদুর কাছ থেকে বজ্রায়ান-র ফলিত দিকটি নিয়ে জ্ঞানার্জন করবে আর তার ফলিত দিকটি অভ্যাসও করবে। চিঠিতে ও লিখেছিল: 'So, I will stay here for quite a long time to improve my character and to get into touch with God who seems to be nearer to the earth here. It erally seems to be the best spot on earth for me!'

।। দুই।।

আমার দিল্লীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সন্ধ্যার ফ্ল্যাইটেই আমি কলকাতায় ফিরে যাব। কাজেই সেদিন হাতে ছিল অখণ্ড অবসর। হান্‌স ধ্যান শেষ হলে ওর হারবাস টি খেতে খেতে অনেকক্ষণ গল্প হল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে আমি মেডিটেশন করি কী না। বললে: পদ্মাসনে শিরদাঁড়া সোজা করে চোখ বুজে বসবে। এবার তোমার সমস্ত ভাবনা, তোমার সমস্ত চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে তোমার ফুরু যুগলের ভুরু-যুগলের মাঝ বরাবর। পেরিয়ে যাও তোমার ঘরের দেয়াল, তোমার পাড়া, তোমার শহর, তোমার দেশ, তোমার মহাদেশ। এগিয়ে যাও পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে, মহাশূন্যে। তারপর একসময় থেমে যাও।

এবার। ঐ একই ভাবে ফিরে এসো মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে, তোমার মহাদেশে, তোমার দেশে, তোমার শহরে, তোমার পাড়ায়, তোমার বাড়িতে তোমার অন্তরে। এবার একইভাবে তোমার মনকে প্রসারিত কর মস্তিষ্কের পেছন দিক থেকে। চলে যাও দূরে, বহু দূরে। আার ফিরে এসো। এবার ডান কান বরাবর। তারপর বাঁ কান বরাবর। এরপর বক্ষতালু থেকে, সোজা ওপরে, চলে যাও মহাশূন্যে। সবশেষে, পশ্চাদদেশ থেকে, নীচের দিকে, পৃথিবী ফুঁড়ে বেরিয়ে চলে যাও মহাশূন্যে। আবারও ফিরে এসো তোমার দেহের ভেতর।

আমরা সেদিন নয়া দিল্লীর কনটপ্লেস অঞ্চলে সারাদিন ধরে ঘুরেছিলাম। একটা এম্পোরিয়াম-এ ওর কিছু কাজ ছিল। এর আগে যেবার ও প্রথম দিল্লীতে এসেছিল তখন ঐ দোকানটি থেকে কিনেছিল কিছু উলের জামা। কথা ছিল যে দোকানী সেগুলো পার্সেল করে ভিয়েনা পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সেই জিনিসগুলি ও পায়নি। হান্স-এর কাছে দোকানের রসিদটি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ছিল। কাজেই সওদার কথা দোকানী অস্বীকার করতে পারলেন না। ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে কালই জানিয়ে দেবেন, এমন কি যদি না পাঠানো হয়ে থাকে তবে কালই দিয়ে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমরা অবশ্য ভয় দেখিয়েছিলাম এই বলে যে জিনিস না পেলে আমরা সরকারের কাছে নালিশ জানাবো। আমার মনে আছে যে সেদিন আমরা একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেয়েছিলাম। হান্স খেয়েছিল নিরামিষ খাবার। সেদিন যন্তর মন্তর -এর ওখানে অনেকটা সময় বসেছিলাম আমরা।

একটা সময় ছিল যখন দেশে সাদা চামড়ার গোঁফ দাড়িওয়ালা, নোংরা জামা - কাপড় পড়া যুবক - যুবতী দেখলে ভাবতাম এরা নিশ্চয় হিপি হবে। আমি সভয়ে ওঁদের এড়িয়ে চলতাম। একবার কলকাতায় স্টেট্ম্যান হাউসের পাশে ফুটপাতে একজনকে দেখেছিলাম নানা রঙের চক দিয়ে খুব সুন্দর যীশুখ্রিষ্টের ছবি আঁকতে। সবাই ওকে পয়সা দিচ্ছিল। আমি আলাপ করার ছেলেটি অনুরোধ জানিয়েছিল যে ওকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিতে। প্রথম দর্শনে হান্সকে দেখে হিপি বলেই ভুল হয়েছিল আমার।

না, হান্স টোএগেল-এর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। ও কোথায় আছে, কী করছে কিছুই আমি জানি না। হয়তো লামা ওয়াংদুর কাছে এপ্লায়েড বজ্রায়ন-এ জ্ঞার্নাজন করে ভিয়েনায় ফিরে গিয়ে ওর থিসিসটি সমাপ্ত করেছিল ও। হয়ত বা আরো ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের দর্শন পেতে, কিংবা আরও জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ও থেকে গিয়েছিল রেওয়ালস-এর মত হিমালয়ের নির্জন কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে। হয়তো বা লামা ওযাংদুর কাছেই। কিংবা তাঁর মত অন্য কোন ঋষির কাছে - মোক্ষ লাভের সন্ধানে।